কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম (বিশেষ) সভা গত ০৬/৭/২০০৬ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বিবিধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তির জন্য আহক্ষান জানান। এ পর্যায়ে ডঃ এম এ বাকী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি গাজীপুর বিবিধ আলোচ্য সূচীতে ধানের প্রজনন বীজের বর্তমান মুল্যের উপর আলোচনা রাখার অনুরোধ জানান এবং জনাব দেওয়ান নেছার আহম্মেদ বীজ প্রত্যয়ন ফি সম্পর্কিত একটি বিবিধ আলোচ্য সূচী রাখার অনুরোধ জানান। অতঃপর কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, বীজ প্রত্যয়ন ফি ও ধানের প্রজনন বীজের বর্তমান মূল্য এ দুইটি বিষয়ই আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উত্থাপিত হবে। অতঃপর জনাব কামাল মোস্তফা, তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ হাইব্রিড ধানের মত আলুর জাত ছাড়করণ বিষয়ের উপর একটি বিবিধ আলোচ্য বিষয় রাখার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে জনাব এ আর হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভি টি) জানান যে, ডঃ মোঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ প্রেক্ষিতে কাজ চলছে, আগামী কারিগরি কমিটির সভায় এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হবে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ বোরো/২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
বোরো/২০০৫-২০০৬ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ২৫টি বীজ কোম্পানীর সর্বমোট (১ম বর্ষ ২৫টি + ২য় বর্ষ ২০টি) ৪৫টি হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৪৫টি জাত ৩টি সেটে (A,B & C) প্রত্যেক সেটে ১৫টি হাইব্রিড ও ২টি চেক জাত (ব্রি ধান-২৮ ও ব্রি ধান-২৯সহ) প্রতি স্থানে ১৭×৩ =৫১টি জাতের ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়ালের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত সব ক'টি হাইব্রিড জাতই স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন অর্থাৎ ১৫০ দিনের নিম্নে পাওয়া গিয়েছে বিধায় শুধু মাত্র ব্রি ধান-২৮ চেক জাতটির সাথে Heterosis% বিশ্লেষণ পূর্বক উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিষয়টির উপর সক্রিয় আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান।

ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন, উপদেষ্টা, ইউনাইটেড সীড স্টোর উল্লেখ করেন যে, এ বৎসরের ফলাফলে বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি একই অঞ্চলে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ফলাফল বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ বৎসর প্রায় ৪৫টি হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে এসেছে। এতগুলো জাত এক সাথে ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন বেশ কঠিন। মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর বলেন যে, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় লোকেশনেই প্রায় ১০০% জাতের ফলন চেক জাত থেকে ২০% এর অধিক কিন্তু অন্য চারটি অঞ্চলে এ রকমটি দেখা যাচ্ছে না। কাজেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মোজ্জাম্মেল হক, ময়মনসিংহ অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ঢাকা বলেন যে, আরএআরএস, জামালপুর অনষ্টেশনে ট্রায়াল প্লটের ধান থোর অবস্থায় গভীর নলকুপটি হঠাৎ বিকল হওয়ায় একনাগারে ১০-১২ দিন সেচ দেয়া যায়নি বলে চেকজাতসহ হাইব্রিডের ফলন কম হয়। অন্যদিকে জনাব শফিকুর রহমান, কুমিল্লা অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, চট্টগ্রাম জানান যে, কুমিল্লা সদর উপজেলায় অনফার্মের "A" Set ট্রায়াল প্লটের কৃষকের সেচ যন্ত্রটি মাঝে মধ্যে বিকল হওয়ায় পরিমিত সেচের অভাবে চেকজাতের ফলন কম হয়। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, আনুপাতিক হারে হাইব্রিড জাতের ফলন ভাল হয়।

ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, ট্রায়ালে যে হাইব্রিড জাতগুলোর ফলন চেক জাত থেকে ২০% অধিক সেগুলোর নিবন্ধনের বিধান আছে। তবে এখানে দেখা যাচ্ছে কোন কোন অঞ্চলে হাইব্রিড জাতের ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টনের নীচে কিন্তু চেক জাত থেকে ফলন ২০% এর অধিক অপর দিকে কোন কোন অঞ্চলে হাইব্রিডের হেক্টর প্রতি ফলন ৬ টনের অধিক হলেও চেক জাত থেকে

ফলন ২০% এর ও বেশী নয়। তাই একটি হাইব্রিড জাত কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিবন্ধিত হতে হলে ন্যূনতম ফলনের পরিমাণ নির্ধারণ থাকা দরকার। জনাব মোঃ আবদুল বারী, পরিচালক (সরেজমিন উইং), ডিএই উক্ত প্রস্তাবনার সাথে একমত পোষণ করেন।

ডঃ এম এ বাকী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর উল্লেখ করেন যে, যে সকল ট্রায়ালে চেক জাতের ফলন বাহ্যিক কারনে নিম্নমানের হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ট্রায়াল ফলাফল বাতিল করা যেতে পারে। ইউনাইটেড সীড স্টোর এর প্রোপ্রাইটর জনাব মোঃ আবু তাহের উল্লেখ করেন যে, প্রদত্ত ফলাফল তথ্যে দেখা যায়, মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক রংপুর অনষ্টেশনে ফসল পরিপক্ক অবস্থায় প্রচন্ড শিলা বৃষ্টি হওয়ায় চেক জাত থেকে হাইব্রিডের ফলন কম হয়। এক্ষেত্রে শুধু মাত্র অনফার্মের ফলাফলের ভিত্তিতে হাইব্রিড জাতগুলোকে ছাড়করণের বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ মাসুম সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ বলেন যে, আমদানীকৃত হাইব্রিড বীজের মান নিশ্চিত করার স্বার্থে হাইব্রিড জাত যে নামে নিবন্ধন করা হবে সে নামেই বাজারজাত করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আমদানীকৃত বীজ উচ্চমান সম্পন্ন হতে হবে এবং Supplying কোম্পানীর নামও প্যাকেটের গায়ে লিখতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্পষ্ট নির্দেশনা থাকার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা দরকার এবং বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দেওয়া আবশ্যক।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে হাইব্রিড ধানের আবাদ প্রচলন করা হয়েছে। হাইব্রিড ধান আবাদে সাধারণ চাষীকে অনেক Invest করতে হয়। এ ক্ষেত্রে চাষী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে দিকে সবার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, হাইব্রিড জাতের মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটি আরও পর্যালোচনা এবং বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সংশোধন করা প্রয়োজন। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৫-২০০৬ বোরো মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের এসসিএ কর্তক সংরক্ষিত কোড নম্বর উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে এবং বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত- ১ ঃ ২০০৪-২০০৫ এবং ২০০৫-২০০৬ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে সাময়িকভাবে ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) ন্যাশনাল সীড কোঃ লিঃ এর TAJ-2 (GRA-3) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৮৮ ও এইচ-১৩২)।

(খ) মল্লিকা সীড কোম্পনীর HTM-4 (সোনার বাংলা-৬) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৮৯ ও এইচ-১২৫)

(গ) নর্থ সউথ সীড লিঃ এর HTM-606 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-০৯০ ও এ-১২১)।

(ঘ) সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ L.P-108 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯১ ও এইচ-১২১)।

(ঙ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর LU You-3 (Surma-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯২ ও এইচ-১২৮)।

(চ) তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ এর TINPATA-10 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-০৯৪ ও এইচ-১২৮)।

(ছ) তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ এর TINPATA-40 হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-০৯৫ ও এইচ-১২২)।'

(জ) ইস্ট ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ এর HTM-202 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯৬ ও এইচ-১৩০)।

(ঝ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর L.P-70 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোডন নং এইচ-০৯৭ ও এইচ-১৩৫)।

(ঞ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর LU You-2 (Surma-1) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯৮ ও এইচ-১৩৬)।

(ট) এসিআই লিঃ এর ACI-1 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০১ ও এইচ-১২৭)।

(ঠ) ব্র্যাক কর্তৃক দেশে সর্ব প্রথম উদ্ভাবিত BWOO1 (Jagoron-3) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০২ ও

(ড) এসিআই লিঃ এর ACI-2 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১০৩ ও এইচ-১২৩)।

(ঢ) ব্র্যাক এর HB-08 (Jagoron-3) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০৬ এইচ-১২৯)।

(ণ) নর্থ সাউথ সীড লিঃ এর HTM-707 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এই-১০৭ ও এইচ-১০৭ ও এইচ-১৪১)।

(ত) ন্যাশনাল সীড কোঃ লিঃ এর TAJ-1 (GRA-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১০৮ ও এইচ-১৩৭)।

(থ) ইষ্ট ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ এর HTM-303 হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১১১ ও এইচ-১৩১)।

(দ) তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ এর TINPATA SUPER হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১১২ ও এইচ-১৫৩)।

সিদ্ধান্ত-২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজারজাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত-৪ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৫ ঃ বর্তমান হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গের নিয়ে একটি উপকমিটি গঠন করা হলো। গঠিত কমিটি আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করবে।

১। জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা	আহবায়ক
২। ডঃ মোঃ আ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪। ব্রি, গাজীপুর এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫। বিএডিসি'র একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬। বেসরকারী খাতের একজন প্রতিনিধি (ব্র্যাক)	সদস্য

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৫ হিসেবে ছাড়করণ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত হল্যান্ডের ফেলসিনা জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

আলু গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে, জাতটির শর্করার পরিমাণ বেশী থাকায় এবং ভাল ফলন দেওয়ায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেশের Flakes Industry তে কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৫-৬টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া, আংশিক হেলানো। পাতা ঘন, মোটা ও গাঢ় সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাটে। আলুর রং সাদা, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হলুদ বা সাদা। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বছরের গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের সমকক্ষ।

গত দু বছরের পরীক্ষায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে গড় ফলন হেঃ প্রতি ২৫.৩ এবং ২০.৮ মেঃ টন পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন যথাক্রমে ২১.৪ এবং ২০.১ মেঃ টন পাওয়া যায় এবং কৃষকের মাঠে গড়ে ২৩.৮ এবং ২০.৮ মেঃ টন ফলন পাওয়া যায়।

উক্ত জাতটি ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী) ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৫টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে (ময়মনসিংহ ব্যতীত) জাতটিকে চেক জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ফলন বেশী পাওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল জাতটি ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সুপারিশ করেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের জামালপুরে প্রস্তাবিত জাতটির ফলন চেক জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল উক্ত অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদিত আলুর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভ্যারাইটি টেষ্টিং উইং এর মাধ্যমে ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব মোঃ মনজুর হোসেন, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর উক্ত ফেলসিনা জাতের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থাপিত ও দাখিলকৃত আবেদন পত্রে সন্নিবেশিত তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, আবেদন পত্রে প্রস্তাবিত ও চেক জাতের শর্করার পরিমাণ পাশাপাশি উল্লেখ করা হয় নাই। এ ছাড়াও বিগত কয়েক বছরের ফলাফল তথ্য সংযোজন করা উচিৎ ছিল। প্রস্তাবিত জাতটি অল্প দিনে (৬০ দিনে) অন্যান্য জাত থেকে অধিক ফলন দেয়ায় জাতটির একটি বিশেষ গুণ রয়েছে এবং জাতটির আলুর আকৃতি, ওজন, রং ও প্রভৃতি গুণাগুণ অন্যান্য জাত থেকে আকর্ষণীয় বলে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড়করণ করা যেতে পারে তবে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের পূর্বে আবেদন পত্রে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করা আবশ্যক।

ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অংশে বিস্তারিত তথ্যাদি দেয়া হয় নাই। জাতটিকে ছাড়করণ করতে হলে আবেদনপত্রের উক্ত অংশটি সঠিকভাবে পূরণ করা প্রয়োজন।
জনাব জ্যোতিশ চন্দ্র সরকার, যুগ্ম পরিচালক, বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, বিএডিসি ডোমার ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ডায়ামন্ট থেকে বেশী পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি স্থানীয় Flakes Industry তে ব্যবহার যোগ্য এবং ডায়ামন্ট বাদে চাষীদের কাছে তেমন কোন গ্রহণযোগ্য জাত নেই বলে জাতটিকে ছাড়করণ করা যেতে পারে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, জাতটি ছাড় করা হলে দেশে খাবার আলুর প্রয়োজনীয়তা মিটানোসহ নিঃসন্দেহে স্থানীয় শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। তবে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতটির ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারযোগ্য ফলাফল আছে কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে জনাব মোঃ আবু এনামদার, পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি জানান যে, ইতোমধ্যে বিসিআই'র ল্যাবরেটরীতে এ ধরণের টেষ্ট সম্পাদন করে ষ্টার্চ বেশী পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।
অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৫ হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

(খ) প্রস্তাবিত জাতটিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত ছাড়করণ আবেদন ফার্মে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ তালেব আলী শেখ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।